চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রার্থী এক মঞ্চে, জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে মিলনমেলা

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাকের পার্টির উদ্যোগে “শান্তি সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় চুয়াডাঙ্গা দর্শনা মুক্তমঞ্চে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের সংসদীয় প্রার্থী। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব।

সমাবেশে তিনজন প্রার্থীই চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি কৃষি ও সম্ভাবনাময় জেলা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে পিছিয়ে রয়েছে। নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোক না কেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে গিয়ে মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে সকল রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনদের নিয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব। জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। সহিংস রাজনীতি নয়, তারা উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গাকে একটি মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে

কাজ করতে হবে। জনগণের কল্যাণে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব বলেন, রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ক্ষমতার জন্য নয়। আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাকের পার্টির জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান জিয়া।

তাঁরা বলেন, এই শান্তি সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে শান্তি, সহাবস্থান ও উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সমাবেশে জাকের পার্টির নেতাকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী- সমর্থক, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রবীণদের মিলনমেলায় চোখ ভিজেছে আবেগে

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর, কপালে সময়ের ভাঁজ, তবু একদিনের জন্য সবকিছু ছাপিয়ে ফিরে এলো হারিয়ে যাওয়া শৈশব। বহু বছর পর আবার একসাথে বসে হাসি, গল্প, খেলাধুলা আর স্মৃতিচারণে মেতে উঠলেন দেড় শতাধিক প্রবীণ। মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে আয়োজন করা হলো ব্যতিক্রমী এক প্রবীণ মিলনমেলা।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল থেকেই গ্রামের পরিবেশ বদলে যায়। ফুল আর ভালোবাসায় প্রবীণদের বরণ করে নেয় তরুণ প্রজন্ম। চোখে চোখে মিশে যায় দুই প্রজন্মের আবেগ। নীরবতা ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হাসি আর গল্পের ঝর্ণাধারা।

এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত আসে যখন গ্রামের ১১৫ বছর বয়সী প্রবীণ আজিল হককে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। তার হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট। এরপর তিনিই ফিতা কেটে দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন। বয়স যেন তখন তার কাছে হার মানে।

চকশ্যামনগর সমাজকল্যাণ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই মেলায় অংশ নেন এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক প্রবীণ নারী-পুরুষ। বহু বছর পর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের বন্ধুকে কাছে পেয়ে অনেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কেউ শোনান স্কুলজীবনের গল্প, কেউবা খুলে ধরেন যৌবনের স্মৃতির ঝাঁপি।

মেলার অংশ হিসেবে ছিল নানান খেলাধুলা। বয়স ভুলে প্রাণ খুলে খেলায় মেতে ওঠেন প্রবীণরা। দেখে মনে হচ্ছিল সময় থমকে গেছে, ফিরে এসেছে শৈশবের সেই আড্ডা।

খেলাধুলার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী বাঙালি নাশতার। কলাপাতায় পরিবেশন করা হয় চিড়া, দই, মুড়কি, গুড় ও রসগোল্লা। দুপুরে ছিল ভাত, মাংস, ডাল ও সবজি। ভাগাভাগি করে খাওয়ার প্রতিটি মুহূর্তেই ছিল বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার উষ্ণতা।

খেলাধুলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হলেও, এই মেলার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল একটু হাসি, একটু আপন হওয়া।

স্থানীয় প্রবীণ আব্দুর রহমান ও জামাল উদ্দীন বলেন, ছোটবেলায় খেলায় মেতে থাকতাম। মা বারবার বলতো খেয়ে নে। না শুনলে বকাবকি করতো। আজ আবার সেই শৈশবে ফিরে গেলাম। বন্ধুদের সাথে অনেক গল্প করেছি। জানি না, আবার সবাই একসাথে হতে পারবো কিনা। গত বছরে আমাদের ছয়জন সঙ্গী আর নেই।

আয়োজক কমিটির সদস্য রকিবুল ইসলাম রকি বলেন, ‘প্রবীণদের একঘেঁয়েমি দূর করতেই এই আয়োজন। আমরা চাই, তারা এখানে এসে হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর বন্ধুত্ব খুঁজে পাক।’

দিন শেষে সবাই ফিরে যান নিজ নিজ ঘরে। কিন্তু রেখে যান ভালোবাসা,

এই প্রবীণমেলা প্রমাণ করে একটু সময়, একটু যত্নই ফিরিয়ে দিতে পারে জীবনের সবচেয়ে দামি হাসিটুকু।

গাংনীর ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি ৮৪ ব্যাচের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার ব্যাচ চুরাশিয়ানদের উদ্যোগে এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার দিনব্যাপী ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাচের গাংনীর আহবায়ক কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ রেডিওর জনপ্রিয় শিল্পী আব্দুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রেজিষ্ট্রেশন, নাস্তা ও বিভিন্ন গিফট আইটেম সরবরাহ করা হয়। ব্যাচের যে সকল বন্ধুরা মুত্যুবরন করেন তাদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করা হয়। ব্যাচের সৈয়দ জাকির হোসেনের গ্রন্থনা ও পরিচালনায় এই অঞ্চলের নীল কুঠি অবলম্বনেলেখা বিশেষ নাটক ” সমঝোতা ” মন্ঞায়ন করা হয় ।

নাটকটিতে ব্রিটিশ শাসনের সময় নীলচাষ ও তাদের অত্যাচারের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ব্যাচের বন্ধুরা অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানে যাচের বন্ধুদের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে বন্ধু মিলনমেলার সার্থকতায় রুপ নেয়। সকল পদপদবী, সামাজিক অবস্থান বাদ দিয়ে শুধু ব্যাচ ৮৪ এই পরিচয়ে সবাই একত্রিত হয়েছিল। ৪০ বছর আগে এসএসসি পাশ করা বন্ধুরা উপস্থিত হতে পেরে তাদের সুখকর অনুভুতি ব্যাক্ত করছিল। সকলের বয়স ৫৫ বছরের অধিক হলেও অনুষ্ঠানে তাদের উচ্ছাস ছিল বাধাহীন। দীর্ঘদিন একজন আরেকজনের সাথে মিলিত হতে পেরে সবাই খুব